দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 18 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মতবিনিময়সভায় বক্তারা

জঙ্গি রোধে চাই সামাজিক আন্দোলন

পুলিশের ১০ দফা সুপারিশ

- শিক্ষকরা জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত : শিক্ষামন্ত্রী
- গুলশান ও শোলাকিয়ায় হামলার আগাম তথ্য ছিল : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
- একসঙ্গে জঙ্গিবাদ মোকাবিলা : আইজিপি
- সহযোগিতা চায় নর্থ সাউথ : ভিসি
- জঙ্গিবাদের পেছনে কারা জড়িত, আমরা জানি : র‍্যাবের ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সামাজিক আন্দোলন, প্রতিরোধসহ অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দেশের বিশিষ্টজনরা। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা বাড়ানোরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জড়িত থাকার প্রেক্ষাপটে গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় এসব সুপারিশ উঠে এসেছে।

পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে ১০ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশে বলা হয়– ছাত্র-শিক্ষক এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

জঙ্গি রোধে চাই সামাজিক আন্দোলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সমন্বয়ে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি বিরোধী ইউনিট গঠন; একাডেমিক কার্যক্রমের সঙ্গে বিতর্কসহ সাংস্কৃতিক চর্চা; সমজিদ বা নামাজ ঘরে মনিটরিং; হঠাৎ অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ; উগ্রবাদ দমন; বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকাণ্ড, জাতীয় দিবস পালন, সন্ত্রাসের কারণ গবেষণা, শিক্ষার্থীদের সমস্যা চিহ্নিত করে কাউন্সেলিং করতে হবে। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, শিক্ষক, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির চেয়ারম্যান, পুলিশের মহাপরিদর্শক, র‍্যাবের মহাপরিচালক, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষকরা জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত

মতবিনিময়সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু শিক্ষক রয়েছেন, যারা জঙ্গিবাদের মতো ভয়াবহ কর্মকাণ্ডে সরাসরি জড়িত। তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদের বিরোধী সামাজিক চেতনা গড়ে তুলতে হবে, সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যারা ঐক্যবদ্ধ'র বিরোধী, অন্যায় কাজ, মানবতাবিরোধী ও জঙ্গিবাদের পক্ষে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে, একঘরে করতে হবে। আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। জনে জনে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কথা ও শর্ত এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মানবে না যেসব বিশ্ববিদ্যালয়, সেগুলো থাকার অধিকার নেই।

স্কলাস্টিকা ও নর্থ সাউথের কথা শুনলে মাথা হেঁট হয়ে যায়

গুলশানে জঙ্গি হামলার পর যে সব তরুণ নিখোঁজ বলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তাদের অবস্থান শনাক্ত হয়েছে বলে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। ঘরছাড়া এই তরুণ-যুবকদের ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, আমাদের কিন্তু সব জানা আছে। কে কোথায় অবস্থান করছে, আমাদের সব জানা আছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি আহ্বান করছি এই বিপথগামী ছেলেরা যেন ফিরে আসে। আমরা কিন্তু কঠোর হতে চাই না। আমরা চাই, তারা সেই সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করুক।'

এই সব তরুণ-যুবকদের বিরুদ্ধে আইনের বাইরে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

সভার সভাপতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এক সময় স্কলাস্টিকা স্কুল ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা শুনলে মাথা উঁচু হয়ে যেত। এখন মাথা হেঁট হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমার দুই ছেলে-মেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। আমার মেয়ে আমাকে জানিয়েছিল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে গ্রুপ সিটিং হয়। কিন্তু তখন ওর কথা আমার বিশ্বাস হয়নি, কানে নিইনি।

গুলশান ও শোলাকিয়ায় হামলার আগাম তথ্য ছিল

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেন, গুলশানে হামলা হতে পারে এমন তথ্য গোয়েন্দাদের কাছে ছিল। সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। ঘটনার তিন মিনিটের মধ্যে পুলিশ কর্মকর্তা ফারুক সেখানে পৌঁছান। পুলিশও তৈরি ছিল। আধা ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছতে পারত। কিন্তু রেস্তোরাঁর ভেতরে কে কী অবস্থায় আছে– সে সম্পর্কে চিন্তা করতে হয়েছে। যারা সেখানে হামলা করেছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের সব চেষ্টাই করা হয়েছে। শোলাকিয়ার ঘটনায়ও আগাম তথ্য ছিল বলে দাবি করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

জঙ্গিবাদ প্রজন্মের সমস্যা

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান বলেন, জঙ্গিবাদ এখন প্রজন্মের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য প্রথমে পারিবারিক শিক্ষা, এরপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের সুশিক্ষার খুব অভাব। এর কারণও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি কারিকুলাম, বিদেশি শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশের জন্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য কিছুই জানতে পারছে না। নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অভাব কাজে।

এক সঙ্গে জঙ্গিবাদ মোকাবিলা

সভায় পুলিশ মহাপরিদর্শক একেএম শহীদুল হক বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করেছে। সবাইকে যার যার অবস্থানে থেকে সঙ্কট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে আইজিপি আরও বলেন, কে সন্ত্রাস করল, কে কোন দলের, কে কোন মতের সেটা বড় কথা নয়। সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিবাদীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে চাই। এজন্য আপনাদের সহযোগিতা দরকার।

সহযোগিতা চায় নর্থ সাউথ

জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সরকারসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. আতিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, জঙ্গি হামলার ঘটনায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নাম আসছে। বিষয়টি আমি অস্বীকার করছি না। এটি মোকাবিলায় আমরা সরকারসহ সকলের সহযোগিতা চাই। জঙ্গিবাদের জীবাণুটি কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ড. আতিকুল ইসলাম আরও বলেন, যারা ভ্রান্ত, তারাই এই ছেলেদের নষ্ট করছে। জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন বলেন, সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হবে।

জঙ্গিবাদের পেছনে কারা জড়িত, আমরা জানি

অনুষ্ঠানে র‍্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) বলেন, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের পেছনে কারা জড়িত, আমরা জানি। আমরা জানি কারা খেলছেন। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থে, ব্যক্তি স্বার্থে দানব নিয়ে খেলছেন। বিপথগামীদের শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে র‍্যাবের ডিজি আরো বলেন, যারা বিপথে গেছেন তারা ফিরে আসুন। আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে শান্তির পথে নিয়ে যাই।

জঙ্গিবাদ সামাজিক-বৈশ্বিক সমস্যা

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, এক সময় শোনা যেত মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জঙ্গি তৈরি হচ্ছে। জঙ্গিবাদ আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, সামাজিক-বৈশ্বিক সমস্যা। সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জঙ্গিবাদকে 'না' বলতে হবে। যারা ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে দেশকে ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে চায়, তাদের মোকাবিলা করতে হবে।

বুঝিয়ে শুনিয়ে ন্যায়ের পথে

ইউনিভার্সিটি ও ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভের (ইউডা) উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোর মনোভাব না দেখিয়ে তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে ন্যায়পথে পরিচালিত করতে হবে। এক্ষেত্রে পুলিশকে রূঢ় আচরণ না করার পরামর্শ দেন তিনি। সন্ত্রাসবাদ রুখতে পারিবারিক সচেতনতার প্রতি গুরুত্ব দেন তিনি।

প্রয়োজন সক্রিয় রাজনীতি : দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে গেলেও জাতীয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিছিয়ে রয়েছে– এমন অভিযোগ তুলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় রাজনীতি দরকার বলে মত দিয়েছেন ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ। রাজনীতি না থাকায় অপশক্তিগুলো কালো হাত বাড়িয়েছে। জঙ্গিবাদের মতো জঘন্য বিষয়গুলো ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

সভার শুরুতে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের প্রধান ও অতিরিক্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আগামী ২৩ জুলাই রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর সঙ্গে একই ধরনের সভা করবে সরকার। এরপর মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে দেশে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি অনুমোদন রয়েছে। এর মধ্যে ৮০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেরা সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলার পর এ নিয়ে যারপরনাই উদ্বিগ্ন সরকার ও অভিভাবক মহল।

মতবিনিময় সভায় আরো ছিলেন কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের অতিরিক্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম, শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসেন, পোর্ট ইউনিভার্সিটি অব চিটাগং এর বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামিম, স্কলাস্টিকা স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) কাওসার আহমেদ, মানারত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মেহেদি হাসান প্রামানিক, গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি ইমরান খান প্রমুখ।